তারিখ 08 SEP 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম

সংবাদ

রূপগঞ্জের জনতা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বসানো হয়েছে গরুর হাট -সংবাদ

স্কুল মাঠে গরুর হাট

স্কুল-মাদ্রাসার উন্নয়নের নামে সিন্ডিকেট চক্রের হাটবাণিজ্য

প্রতিনিধি, রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)

রূপগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় স্কুল-মাদ্রাসার উন্নয়নের নামে ৬টি গরুর হাটের অনুমোদন দিয়েছেন স্থানীয় প্রশাসন। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নামমাত্র টাকায় এসব হাটের ইজারা অনুমোদন নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত সোমবার দুপুরে মাত্র ৮৪ হাজার টাকার টেন্ডারের মাধ্যমে ওই ৬টি হাটের অনুমোদন দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারহানা ইসলাম। অনুমোদনকৃত হাটগুলো হলো, ইউসুফগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, পলখান উচ্চ বিদ্যালয়, বেলদি ফাজিল মাদ্রাসা, মুড়াপাড়া ডিগ্রি কলেজ, ভুলতা উচ্চ বিদ্যালয় ও জনতা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ। পৌরসভার পক্ষ থেকে বরপা বালুরমাঠ, নোয়াপাড়া জামদানি পল্লী মাঠ ও ত্রিশকাহনিয়া সাত্তার জুট মিল উচ্চ বিদ্যালয়ে হাট বসানো হয়েছে। এছাড়া মসজিদের উন্নয়নের নামে স্বর্ণখালী বাজার হাট, নলপাথর হাটসহ বেশ কয়েকটি অবৈধ গরুর হাট বসানো হয়েছে। প্রতি বছর এসব হাটে লাখ লাখ টাকা ইজারা নেয়া হলেও প্রতিষ্ঠানগুলোতে নামমাত্র অর্থ দেয়া হচ্ছে। জনতা উচ্চ বিদ্যালয়ের নামে গরুর হাটটি সারা বছরই সপ্তাহে একদিন বসে থাকে। সে হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির তেমন কোন উন্নয়ন নেই। এছাড়া সারা বছর হাট বসানোর কোন প্রকার অনুমোদন নেই বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে, কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে সরকারদলীয় প্রভাবশালী নেতা ও স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নামমাত্র টাকায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার নামে গরুর হাটের অনুমোদন নেয়া হয়েছে। সরকার দলীয় প্রভাবশালী নেতারা এসব হাটের ইজারার নামে লাখ লাখ আত্মসাৎ করে আসছে। নামমাত্র ইজারার টাকা দিচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে। গরুর হাটের কারনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়া চরমভাবে ব্যহত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের অভিযোগ, গরুর হাটগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাহিরের মাঠে দেয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে বসানো হচ্ছে। আর বৃষ্টি হলে মাঠ বেহাল দশায় পরিণত হচ্ছে। গরুর হাটের কারনে শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়া চরম ভাবে ব্যবহত হচ্ছে। অনেক সময় গরুর আক্রমণে শিক্ষার্থীদের আহত হতে হচ্ছে। গরুর হাটের কারণে অনেক অভিভাবকরা অনেক শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসতে দেন না। গরুর হাটের জন্য অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছেন কর্তৃপক্ষ। পশু ক্রেতাদের অভিযোগ, হাটগুলোতে সরকারিভাবে নির্ধারিত ইজারা মূল্যে না দেয়ায় প্রায় সময়ই ইজারাদারদের সঙ্গে ক্রেতাদের বাকবিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটছে। ইজারাদাররা যে যার মতো ক্রেতাদের কাছ থেকে ইজারা আদায় করছে। ইজারার একটি নির্ধারিত মূল্যে ধরার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন ক্রেতারা। জানা গেছে, গত কয়েক বছর ধরে কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার নামে গরুর হাট বসিয়ে আসছেন সরকারদলীয় প্রভাবশালী নেতারা। গরুর হাটের সঙ্গে জড়িত রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, সরকার দলীয় প্রভাবশালী নেতা ও স্থানীয় প্রশাসন। প্রতি বছরই লাখ লাখ টাকা ইজারা উঠলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাম মাত্র ইজারার অর্থ দিচ্ছেন। আর বাকি অর্থ তারা লুটপাট করে খাচ্ছেন। কোন কোন হাটের আয় ৫ থেকে ১০ লাখ বা ১৫ থেকে ২০ লাখ, আবার কোন কোন হাটে ৩০ থেকে ৪০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। অপর দিকে, গত দুই বছর আগে গোলাকান্দাইল গরুর হাট ১ কোটি ৭ লাখ টাকা ইজারা নেয়া হয়। ওই সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে হাট বসানোর কারনে প্রায় অর্ধেক টাকা লোকসান গুনতে হয়েছে ইজারাদারদের। এ কারণে গত এক বছর আগে এ হাটের ইজারা দর উঠে ৭০ লাখে। ইজারার দর কম হওয়ায় এবার সরকার নিজেই হাটের ইজারা উত্তোলন করছেন। ফলে গোলাকান্দাইল হাটটি থেকে সরকার রাজস্ব প্রায় অর্ধেক পাচ্ছে। গোলাকান্দাইল হাট কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলী আকবর বলেন, এখন উপজেলার আনাচে-কানাচে যে ভাবে বৈধ-অবৈধ গরুর হাট বসানো হচ্ছে, এতে করে সরকার থেকে ইজারা নেয়া গোলাকান্দাইল হাটে ধস নেমে এসেছে। এ হাটে ক্রেতাও অনেক কমে গেছে। আর জন্য গত বছর ১ কোটি ৭ লাখ টাকার মধ্যে ৭০ লাখ টাকা ইজারা দর উঠানো হয়েছিল। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারহানা ইসলাম বলেন, অবৈধ কোন গরুর হাটের অনুমোদন দেয়া হবে না। ক্রেতাদের সুবিধার্থে এসব হাটের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এছাড়া ইজারার মূল্যে নির্ধারণ করে তা প্রতিটি হাটে টানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।